পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৫

ফেব্রুয়ারী ০২, ২০১২

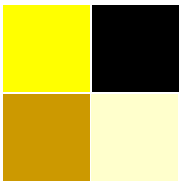

ভূমিকা

বিগত ২৫ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি হল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি করেছে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করার জন্য। এখন থেকে নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডারে যে ৮ কোটি ৬০ লক্ষ নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যাদি রয়েছে, তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবহার করবে কর আদায় বাড়ানোর জন্য।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত এই সংবাদটি পড়ে আমার মনে পড়ে যায় আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে ২০০৪ সালে লেখা **পারসোনাল আইডেন্টিফিকেমন সিস্টেম** শিরোনামের এই আর্টিকেলটির কথা। আমি এই আর্টিকেলটি যখন লিখেছিলাম, ঠিক তখন জানতে পারি তৎকালীন সরকার একটি জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমার মনে আছে, আমি তখন সেই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন একজন বুয়েটের অধ্যাপকের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছিলাম এই প্রকল্পের বিস্তারিত জানার জন্য।

পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে আমি আর্টিকেলটিতে কিছুটা পরিবর্তন আনি। তখন খেয়াল করেছিলাম জাতীয় অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি কোন এক অজানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এর পর ২০০৭ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রকল্পটি আবারো আলোর মুখ দেখে। ফলে তৈরি হয় একটি ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র।

যাই হোক, আর্টিকেলটি আর কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। খুব সম্ভবত ২০০৬ সালের পর আমি এই আর্টিকেলে একমাত্র বানান রীতি ছাড়া আর কোন পরিবর্তন আনিনি।

তবে সংবাদটি পড়ে মনে একটি তাগিদ অনুভব করেছি এই আর্টিকেলটি প্রকাশ করার। এর কারণ আমরা এই আর্টিকেলে জাতীয় তথ্য ভান্ডারের এমন কিছু ব্যবহারের কথা আলোচনা করেছি যা কিনা এখন পর্যন্ত কোন দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

আর্টিকেলটি শুরু হয়েছে একটি কাল্পনিক ঘটনার মাধ্যমে যেখানে আলোচিত হয়েছে একজন ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতার কথা যা ২০১৫ সালে সংঘটিত হয়েছে। আমরা যখন এই কাল্পনিক ঘটনাটি লিখেছিলাম, তখনকার সময়ের সাথে ২০১৫ সালের ব্যবধান ছিল প্রায় ১০ বছর। ২০১৫ ছিল তখন অনেক দুরে। কিন্তু এখন ২০১৫ সাল আসতে মাত্র ৩ বছর বাকি।

আমরা মনে করি, জাতীয় তথ্যভান্ডারের বহুমুখী ব্যবহার যদি বাড়ানো যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম

২০১৫ সালের কোন এক দুপুর।

সামাদ সাহেব গিয়েছেন তার বাসার পাশের সুপারস্টোরটিতে বাজার করতে। বাজার শেষ করে তিনি টাকা পরিশোধ করতে কাউন্টারে আসতেই সিটে বসা সুশ্রী সেলস গার্লটি বলল, "আপনার আইডি কার্ড পিজ"।

সামাদ সাহেব অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পকেট থেকে তার ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ সম্বলিত আইডি কার্ডটি বের করে দিলেন। মেয়েটি কার্ড হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কার্ডের নাম্বারটি তার কম্পিউটারে পুট করল।

একটু পর মেয়েটি কিছুটা বিস্মিত চোখে সামাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার সততার স্কোর বেশ লো থাকাতে আপনাকে প্রায় দেড় গুণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে ১৮০০ টাকার পরিবর্তে পরিশোধ করতে হবে ২৭০০ টাকা। আপনি কি রাজি আছেন?"

এমনটি যে হবে তা সামাদ সাহেব আগেই জানতেন।

মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলে তিনি তার পকেট থেকে ছয়টি ৫০০ টাকার নোট বের করে দিলেন। মেয়েটি টাকা হাতে পেয়ে বাকি ৩০০ টাকা ফেরত দিতে দিতে বলল "উই আর রিয়েলি সরি; দয়া করে আবার আসবেন।"

সৎ না থাকার এরকম মূল্য দিতে হবে, সামাদ সাহেব আগে কখনো ভাবতেও পারেননি। গত কয়েক বছরে তাকে ৫ বার পুলিশের ফাইন গুনতে হয়েছে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে। তবে সবচেয়ে বেশি তিনি পয়েন্ট খুইয়েছেন তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে ঠকাতে গিয়ে। গত বছর অডিটে তার কোম্পানিতে প্রায় ৩ কোটি টাকার ঘাপলা ধরা

পড়ে। তিনি তার পার্টনারকে না জানিয়ে এই টাকা নিজের একাউন্টে ট্রান্সফার করেছিলেন। এই অসঙ্গতি তিনি অনেক চেষ্টা করেও ঢেকে রাখতে পারেননি। মামলাতে হেরে ৩ কোটি টাকা পরিশোধের পাশাপাশি তিনি খুইয়েছেন প্রায় ২০ সততার পয়েন্ট। তাই আজ তাকে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত বাজারের বিল।

তিনি চাইলে অন্য কোন দোকান থেকে বাজার করতে পারতেন যারা এখনও এই সিস্টেমটি ইনস্টল করেনি। তবে সরকারের নতুন আইনের আওতায় আর দুই বছরের মধ্যে সকল দোকানসহ অন্যান্য সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে এই সিস্টেমের আওতায় আসতে হবে। তখন ট্রেনে বা প্লেনে চড়তেও তাকে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। এই অতিরিক্ত বিল তিনি তখন চাইলেও আর এড়াতে পারবেন না।

ব্যয়বহুল ভবিষ্যতের দিনগুলির কথা ভেবে সামাদ সাহেব তাই শিউরে উঠলেন।

উপরের ঘটনাটি বাস্তবতাবর্জিত কোন সিনেমার ঘটনা নয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে বাংলাদেশে এ রকম একটি পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম গড়ে উঠতে পারে যার মূল উদ্দেশ্য হবে দেশের নাগরিকদেরকে সৎ থাকতে বাধ্য করা। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের সিস্টেমের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও আমেরিকার সোস্যাল সিকিউরিটি সিস্টেমকে এর সাথে কিছুটা তুলনা করা যায়।

আমেরিকাতে যারা পড়াশুনা বা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য গিয়েছেন, তারা সবাই সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের সাথে পরিচিত। আমেরিকাতে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে থাকতে হলে প্রথমেই এই নাম্বারটি নেয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। এই নাম্বারটি না থাকলে কেউ যেমন কোন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারবেন না, তেমনি পড়াশুনার জন্য ট্যুইশন ফিও জমা দিতে পারবেন না এই নাম্বারটি ছাড়া।

সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের প্রচলন মূলত আমেরিকার নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য করা হলেও এই নাম্বারটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে একটি সামগ্রিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হিসাবে।

যেমন, ব্যাংকগুলি এই নাম্বারের আওতায় ক্রেডিট রেকর্ড পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কাকে তারা কতটুকু লোন দিবে। আবার যাদের আগের ক্রেডিট রেকর্ড খারাপ, তাদেরকে লোন দিতে গিয়ে ব্যাংকগুলি চার্জ করছে বেশি ইন্টারেস্ট রেট। ব্যাংকের লেনদেন রেকর্ড পর্যালোচনা করে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (বা সংক্ষেপে আইআরএস) জানতে পারছে কার ট্যাক্স দেয়ার সামর্থ্য কতটুকু। তাই ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আমেরিকাতে পার পেয়ে গছেন, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

তবে এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে একে একক পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এই নাম্বারের পাশাপাশি ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার, স্টেট আইডি নাম্বার, এবং পাসপোর্টও ব্যবহৃত হচ্ছে একটি ভেলিড আইডি হিসাবে।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন একজনের নাম থাকতে তার আবার আরও একটি স্বতন্ত্র নাম্বারের প্রয়োজন কি?

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, একটি দেশে একই নামের একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন। তাই কোন একটি বিশেষ নামের কাউকে কোন অপরাধের কারণে খুঁজে বের করতে হলে শুধু নাম দিয়েই তা সম্ভব নয়। এই কারণেই বাংলাদেশে অপরাধীদের নাম জানা থাকলেও উপযুক্ত লোকবল এবং সময়মত তথ্যের অভাবের কারণে পুলিশ তাদের ধরতে পারেনা।

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলিতে ব্যাক্তিগত লেনদেনের রেকর্ড লিপিবদ্ধ থাকলেও তথ্য আদান প্রদানের একটি কার্যকরী পন্থার অভাবে সরকারের পক্ষে জানা সম্ভব হয়না কে কত টাকা আয় করছেন। নামের বদলে একটি স্বতন্ত্র নাম্বারের অধীনে ব্যাংকগুলি এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে একটি কার্যকরী কম্পিউটার তথ্য আদান প্রদান নেটওয়ার্ক থাকলে সরকারের পক্ষে ট্যাক্স ফাঁকি রোধ অনেকখানিই সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ক্রেডিট কার্ডের লেনদেন পর্যালোচনা করে বিরাট অঙ্কের ট্যাক্স ফাঁকি ধরতে পেরেছে। ক্রেডিট কার্ড নাম্বারের সহায়তা ছাড়া এই ফাঁকি ধরা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের প্রত্যেককে এরকম একটি নাম্বার দেয়া কতটুকু বাস্তবসম্মত, সেটাও একটি প্রশ্ন।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে ভোটার আইডি কার্ডের মাধ্যমে এমন একটি পারসোনাল আইডি সিস্টেমের প্রচলনের উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছিল। তবে বিভিন্ন কারণে এই প্রকল্পটি আর আলোর মুখ দেখেনি।

এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময়ে ভোটার আইডি কার্ড নেয়ার জন্য নাগরিকরা বাধ্য ছিলেন না; তাছাড়াও এই কার্ড ইস্যু করার সমস্ত খরচ তখন সরকারকেই বহন করতে হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের এর জন্য কোন ফি দিতে হয়নি।

প্রস্তাবিত এই সিস্টেমের কার্যকারিতা উল্লেখের আগে এই সিস্টেমের সামগ্রিক রূপরেখা আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই দেখা যাক এই নাম্বারের আওতায় কি কি বিষয় সরকার রেকর্ড করবেঃ

(১) **পারসোনাল প্রোফাইল** – এই প্রোফাইলে একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে, যেমন: নাম, জন্ম তারিখ, বাবা-মায়ের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি।

(২) **আর্থিক প্রোফাইল** – এই প্রোফাইলে থাকবে ব্যক্তির যাবতীয় আর্থিক রেকর্ড, যেমনঃ ব্যাংকের নাম, একাউন্ট নাম্বার, ব্যক্তিগত লেনদেন, মাসিক আয় ইত্যাদি।

(৩) **সম্পত্তি প্রোফাইল** – এই রেকর্ড বুকে থাকবে ব্যক্তির সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ।

(৪) **শিক্ষা প্রোফাইল** – এখানে থাকবে ব্যক্তির শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি।

(৫) **অপরাধ প্রোফাইল** – এই রেকর্ডে ব্যক্তির অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(৬) **অন্যান্য** – এর আওতায় প্রয়োজনানুসারে ভবিষ্যতে অন্য যে কোন তথ্য সন্নিবেশ করা যাবে।

এই ধরনের একটি পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম প্রচলন করা সম্ভব হলে কর আদায়, এাণ বিতরণ, অপরাধ দমন, গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

ফিন্যান্সিয়াল প্রোফাইলের আওতায় একজন নাগরিকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সরকারের নজরে থাকায় কর আদায়ে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। ফলে দেশের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদেশ নির্ভরতা কমে আসবে।

অপরাধ প্রোফাইলের আওতায় একজন নাগরিকের যাবতীয় অপরাধের তথ্য পুলিশের কাছে থাকার কারণে অপরাধীদের সনাক্ত করা অনেক সহজ হবে; অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া তখন আজকের মত এতটা সহজ হবেনা।

দুর্যোগকালীন অবস্থায় কোন জেলাতে কতটুকু এাণ দিতে হবে তার সম্পর্কে সরকারের একটি সম্যক ধারণা থাকবে, কারণ উক্ত জেলার মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানা তখন সহজ হবে।

দেশের নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্যের সহজলভ্যতার কারণে গবেষকরা আরও উন্নততর গবেষণায় আগ্রহী হবেন। বর্তমানে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অনেক সামাজিক গবেষণাই বাংলাদেশে সম্ভব হয়না।

দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ার কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্প সুদে ঋণ দিতে উৎসাহিত হবে। দেশে ব্যাংকের পাশাপাশি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গড়ে উঠবে যারা ঋণ না দিয়ে সরাসরি ব্যবসাতে বিনিয়োগ করবে।

তবে এই সকল সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করবে সরকার কতটুকু দক্ষতার সাথে এই সিস্টেম পরিচালনা করবে তার উপর। এই সিস্টেমের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সময়মত তথ্য আপডেট ইত্যাদি যাবতীয় কাজের ভার থাকবে একটি স্বতন্ত্র সরকারি সংস্থার উপর।

এই সংস্থাটি তার জেলাওয়ারী শাখা অফিসগুলির মাধ্যমে নাগরিকদের নিবন্ধীকরণ এবং সময়মত তথ্যের আপডেট করার কাজ পরিচালনা করবে। পরবর্তীতে এই তথ্যাদি হাই স্পিড কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শেয়ার করবে অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলির সাথে, যেমনঃ আয়কর বিভাগ, কাস্টমস, পুলিশ, বিচার বিভাগ, ইত্যাদি।

এই বিভাগগুলি আবার নিজেদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করবে। দেশের সকল নাগরিকদের যখন নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হবে, তখন সরকার সততার পয়েন্ট নির্ধারণের মাধ্যমে একজন অপরাধীর সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি করে জনগণকে যে কোন অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করবে; ফলে সমাজে সামগ্রিকভাবে সন্ত্রাস এবং যাবতীয় অপরাধের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, এবং অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের প্রয়োজনানুসারে এই সিস্টেমের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে সমাজে অপরাধ হ্রাসে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

এই সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য প্রচুর সময় এবং অর্থের প্রয়োজন। তবে সরকার যদি একটি চাহিদা ভিত্তিক (Demand Driven) ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে তবে অর্থ এবং সময় দুটোরই সাশ্রয় হবে। অর্থাৎ সরকার এমন একটি নিয়ম করবে যাতে সব নাগরিকই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেকে নিবন্ধন করার প্রযোজনীয়তা উপলব্ধি করে।

যেমনঃ সরকার প্রথম বছর ঘোষণা দিতে পারে যে, যে কোন নাগরিককে এখন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হলে প্রথমে নিজের পারসোনাল আইডি নাম্বার ব্যাংককে দিতে হবে, অন্যথা কেউ একাউন্ট খুলতে পারবেনা। অথবা যে কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নেয়ার আগে এই নাম্বারটি হাসপাতালে দেখাতে হবে। এভাবে একে একে পরিধি বাড়িয়ে দেশের সকল নাগরিককে অতি কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিবন্ধন করা সম্ভব। জনগণের উপর একটি নির্দিষ্ট ফি ধার্য করে এই সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য সরকারের উপর আর্থিক চাপ কমানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ একটি সমস্যাবহুল দেশ। এর সাথে প্রতিনিয়তই যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন বিভিন্ন উপসর্গ। তাই ১৪ কোটি মানুষের এই দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বর্তমানে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সামগ্রিক সিস্টেমের পরিবর্তন করা না গেলে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে একই পরিমাণ অগ্রগতির জন্য আগামীতে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেমের প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

*[পুনশ্চঃ কর আদায় এবং কর ফাঁকি রোধ করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উচিত অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈধ করার একাধিক পথ খুলে দেয়া। এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত বলেছি **অবয়বহীন দুর্নীতি** শীর্ষক পেপারে – লেখক (০২/০২/২০১২)]*

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মুল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপুর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

[Keyword for Websearch: IFD Special Article 5, Personal Identification System, National Board of Reveue, Election Commission, National ID Card]